মেহেরপুর-১ আসনে ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন না থাকায় বিএনপির তিন প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদ, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান; স্বাক্ষর ও আয়কর তথ্যের গড়মিল থাকায় এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এছাড়া এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমানের মনোনয়ন বাতিল করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, বিএনপির প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা না থাকায়, এনসিপি ও সিপিবি প্রার্থীদের আয়কর সংক্রান্ত তথ্যে গড়মিল থাকায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর জমা না দেওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে বাতিল হওয়া প্রার্থীরা চাইলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত

প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী।

শনিবার সকাল ১২টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-২ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

পরে ত্রুটি সংশোধন করে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বাইরে সকল প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মেহেরপুর বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন, জামায়াত প্রার্থী মোঃ তাজউদ্দিন খান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ আব্দুল হামিদ।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করে পুনরায় জমা দিলে বিকেলে তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরের দুটি আসনে যাচাই-বাছাইয়ে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এ সময় জমাকৃত নথিতে ত্রুটি থাকায় মেহেরপুর-১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরূন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাকা এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথভাবে পূরণ না করায় এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা স্থাবর ১ কোটি ৬৬ লাখ, অস্থাবর সম্পদ ১০ কোটি

মেহেরপুর—২(গাংনী) আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১০ কোটি টাকার।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হুলফনামায় তিনি এই তথ্য দিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আরও জানা গেছে, তিনি বার্ষিক ৯লাখ ২৬ টাকা আয় করেন, তার মধ্যে কৃষি খাত থেকে ১লাখ ২৭ হাজার ৫শ টাকা , বাড়ি ভাড়া থেকে ৬৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ টাকা আয় করেন।

তাঁর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৯৯ টাকা, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ১১ তোলা সোনা যার মূল্য দেখিয়েছেন ২ লাখ ৫২ হাজার ৫শ টাকা, পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র বাবদ দেখিয়েছেন ৮৮ হাজার ৫শ টাকা, একটি দুইনলা বন্দুক যার মূল্য ৫০ হাজার টাকা এবং একটি পিস্তুল যার মূল্য দেখিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে আনুমানিক অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ২৫ বিঘা জমি পেয়েছেন যার মূল্য অজানা উল্লেখ করেছেন, ২৭ শতক কৃষি জমি মূল্য দেখিয়েছেন ২ হাজার টাকা, অকৃষি জমির মধ্যে ঢাকার পূবার্চলে ১০ কাঠা জমির মূল্য দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ ১০ হাজার ২০ টাকা, এলাকায় সাড়ে ২৪ শতকের একটি জমি রয়েছে মূল্য দেখিয়েছেন ৯৫ হাজার টাকা, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ৩ বিঘা বাড়ির জমির মূল্য দেখাননি।

গাংনী শহরে ৩ তলা বাড়ি যার মূল্য দেখিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, টিনসেড গোডাউনের মূল্য দেখিয়েছেন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা হিসেবে ইটভাটা দেখিয়েছেন যার মূল্য দেখিয়েছেন ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১০ কোটি টাকা।

স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি টাকা। যার মধ্যে সাড়ে ২৪ শতকের অকৃষি জমি ৯৮ হাজার টাকা, সাড়ে ১২ শতক জমিসহ দুই তলা ভবন ৮ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। যে গুলো অর্জনকালীন সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের নামে মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে ঋণ আছে ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৮৫১ টাকা। আয়কর বিবরণিতে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা। ২০২৫—২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। আয়কর বিবরণিতে এক সন্তানের বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ লাখ টাকা, সন্তানের মোট সম্পদ দেখিয়েছে ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ৭টি মামলা ছিলো। যার মধ্যে একটি থেকে তিনি অব্যহতি পেয়েছেন এবং ৬টি থেকে খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, আমজাদ হোসেনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর—২ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার

মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি সহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

এসময় জেলা ও উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল এবং বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী

মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় চুয়াডাঙ্গা ভি জে স্কুলের সামনে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাজান খানের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাজান খান, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির আকাশ, নাঈম হাসান, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম ছোটন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপ্লব, সাদ্দাম হোসেন, শাকিল আহমেদ টুটু, সহ-সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী ও শাহাজান আলী সান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক তৌফিক আহমেদ ইরান, ইকরামুল হক ও রাশিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক খন্দকার রিজন আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক বিক্রম সাদিক মিলন, স্কুল বিষয়ক সম্পাদক সাইমুম আহমেদ শান্ত, আপ্যায়ন

সম্পাদক শুকুর আলী, সহযোগিতা সম্পাদক নাজমুল হাসান অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কৌশিক আহমেদ রানা, সদস্য সচিব মাজেদুল আলম মেহেদী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন সবুজ, ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইনতিয়ার হক স্বপ্নীল, সিনিয়র সহ-সভাপতি রিফাত উল হক, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মাহমুদুল হাসান সান, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান কনক, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ফয়সাল ইকবাল ও জেলা সদস্য রাহাত উল হকসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

ঝিনাইদহ-৪; ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খানের আয় সাড়ে ৪ লাখ এবং নিজের নামে রয়েছে ৩০ভরি স্বর্ণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে (কালীগঞ্জ ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত ৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে রাশেদ খান বিএনপিতে যোগদান করে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।

তার দাখিলকৃত হলফনামা বিশ্লেষণে আয় ও সম্পদের বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।

বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন তার নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার মূল পেশা রাজনীতি ও ব্যবসা। আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান। তার এই ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার নিজের নামে ৩০ ভরি এবং স্ত্রীর নামে ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে, যা দুজনই উপহার হিসেবে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেন।

রাশেদ খাঁনের নামে নগদ অর্থ রয়েছে ৩৫ লাখ ৪৫ হাজার ৮৭৫ টাকা এবং তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে ৩০ হাজার টাকা। বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৮১ লাখ ৪৮ হাজার ৪১২ টাকা এবং স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ১৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এছাড়া তার নামে মোট ৫টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি চলমান এবং ২টি খারিজ হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিএনপি’র এই প্রার্থীর হলফনামায় কৃষি জমি বা কৃষি আয়ের কোনো তথ্য উল্লেখ করা নেই।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।